* ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য (common Features of India Philosophy)

⇒ ১) ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ – ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ ভারতীয় দর্শনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত সম্প্রদায়ই মনে করেন যে মানুষের জীবনের সাথে দর্শনের এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। পাশ্চাত্ত দর্শনের মতো ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য শুধু যথার্থ জ্ঞান লাভেই নয়, একইসঙ্গে জগৎ ও জীবের স্বরূপ আলোচন করার মাধ্যমে যথার্থ সত্য বা চরম ও পরম সত্যকে উপলব্ধি করা, তত্ত্বালোচনাই করা নয়, দর্শনের লক্ষ হল সত্যদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি দিয়ে জীবন পরিচালিত করে সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি। ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন জীবনকে যথাযথ-ভাবে পরিচালিত করতে হলে দর্শনের অনুশীলন অপরিহার্য। এই দার্শনিকেরা তত্ত্ব-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই উপলব্ধির আলোয় নিজেদের জীবন পরিচালিত করেছেন, গীতাতে সত্য-উপলব্ধির জন্য কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

২) আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিবোধ বা নৈরাশ্যবাদ: – ভারতীয় দর্শন-চিন্তার মূল কারণ হল আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিবোধ বা নৈরাশ্য বা দুঃখবোধ। চার্বাক দর্শন বাদে অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছেন যে এই জগৎ ও জীবন দুঃখময় অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা জীবজগৎ ভারাক্রান্ত। বৌদ্ধ, সাংখ্য ও যোগ দর্শনে দুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট ছবি যেমন পাওয়া যায় তেমনি ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতেও দুঃখের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাখ্যা পাই।

Scanned with CamScanner

বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে "সবং দুঃখম্" অর্থাৎ সবই দুঃখময়। জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ- সবই দুঃখময়।

3) সনাতন নৈতিক নিয়ম - শৃঙ্খলায় বিশ্বাস :- সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি (চার্বাক ছাড়া) এক সর্বকাল ব্যাপী সনাতন, শাশ্বত নৈতিক নিয়ম- শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করেন, এর দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ ও জীবন পরিচালিত হচ্ছে। দেবতারাও এই নিয়মের বাইরে নন, এই নৈতিক নিয়মকে সাধারণভাবে 'কর্মবাদ' বলা হয়। কর্মবাদ অনুসারে জীবের প্রত্যেকটি কর্মফল, তা ভালোই হোক বা মন্দই হোক, জীবকে ভোগ করতেই হবে। এই অলঙ্ঘনীয় নৈতিক নিয়মই ঋগ্বেদে 'ঋত' মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' এবং ন্যায় দর্শনে 'অদৃষ্ট' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

4) কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ :- অলঙ্ঘ্য সনাতন নৈতিক নিয়ম থেকেই কর্মবাদ ও সর্বকালব্যাপী জন্মান্তরবাদ অবশ্যম্ভাবীভাবে নিঃসৃত হয়। চার্বাক দর্শন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করবে। ভালো কর্মের ফল ভালো আর মন্দ কর্মের ফল মন্দ (এ কথা নিষ্কাম কর্ম নয়, সকাম কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ফলে কর্মবাদ হল নৈতিক কার্য-কারণবাদ যেখানে কর্ম হল 'কারণ', আর ফলভোগ হল 'কার্য'। কর্মবাদ অনুসারে জীবের কর্মফল যদি এক জন্মে ভোগ না হয় তবে জীবকে তা পরজন্মে ভোগ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

5) বেদের আলোচনা :- ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের দুটি ভাগ- বৈদিক বা আস্তিক এবং অবৈদিক বা নাস্তিক। বৈদিক এবং অবৈদিক - উভয় সম্প্রদায়ই বেদের আলোচনা করেছেন। বৈদিক সম্প্রদায়গুলি (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায়) বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদ অপৌরুষেয় বলে মেনেছেন। এইসব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বেদের প্রভাব প্রত্যক্ষ। অবৈদিক দর্শন সম্প্রদায়গুলি (চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন) বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করলেও, বেদ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ নয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ফলে অবৈদিক হলেও তাঁরা বেদের আলোচনাকে অস্বীকার করতে পারেননি।

6) যুক্তি বা বিচার যুক্তি বা বিচার ভারতীয় দর্শনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের (আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায়) আলোচনায় আমরা যুক্তি বা বিচার-বিশ্লেষণ পাই। নিজেদের মতবাদকে তাঁরা যেমন যুক্তি, তর্কযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি যুক্তির দ্বারা অন্য মতকে খণ্ডনও করেছেন। ভারতীয় দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যুক্তি-তর্কের দ্বারা অন্য মতামত শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার সাথে আলোচিত হয়েছে (যা পূর্বপক্ষ নামে পরিচিত) এবং পরবর্তী সময়ে সেই মতামত-কে খণ্ডন করে নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যা উত্তর পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বা স্বমত প্রতিষ্ঠা নামে পরিচিত)।

Scanned with CamScanner